চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ

মহিউদ্দিন আহমদ

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

যারা দুর্ভিক্ষের শিকার

ভূমিকা

দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ উঠলেই মানুষের মনে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ, ১১৭৬ বঙ্গাব্দ) কথা ভেসে ওঠে। পরবর্তী ভয়ংকর দুর্ভিক্ষটি শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪৩ সালে (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)।

১৯৭১ সালে এদেশে ঘটে যায় রক্তাক্ত পালাবদল। লাখ লাখ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু স্বাধীনতার আনন্দ শিগগিরই ফিকে হয়ে যায়। ছ'মাস না পেরোতেই দ্রব্যমূল্য লাগাম ছাড়া হয়ে পড়ে। দেখা দেয় চরম খাদ্যাভাব। ফলে অনাহার ও মৃত্যু মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়।

পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যায়। চুয়াত্তরের শেষে অনাহার ও মহামারির কবলে নিপতিত হয় কোটি মানুষ। তাদের আখ্যান উঠে এসেছে এ বইয়ে।

বইয়ের তথ্যসূত্র একটিমাত্র পত্রিকা– *গণকণ্ঠ*। ওই সময় এটাই ছিল বিরোধী দলের প্রধান মুখপত্র। বেশির ভাগ পত্রিকা ছিল সরকারি কিংবা সরকার সমর্থকদের মালিকানাধীন। সেসব পত্রিকায় অনেক কিছুই ছাপা হতো না। গণকণ্ঠকে সূত্র হিসেবে বেছে নেওয়ার এটাই অন্যতম প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণটি হলো পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো খুঁজে পাওয়া বা না পাওয়ার প্রসঙ্গ। গণকণ্ঠ পত্রিকার কপি পেয়েছি। তবে সবদিনের নয়। নানান সরকারি উৎপাতের কারণে পত্রিকা মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতো না। সেজন্য বেশকিছু তথ্য সংযুক্ত করা যায়নি। পঁচাত্তরের জানুয়ারির শেষের দিকে সরকার পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। এ বইয়ের আখ্যান ওই পর্যন্তই।

একটি মাত্র পত্রিকাকে সূত্র হিসেবে ব্যবহারের কারণে এবং তা একটি সরকারবিরোধী দলের মুখপত্র হওয়ায় কিছু কিছু সংবাদ পক্ষপাতমূলক কিংবা অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। তবে ওই সময়ের সাক্ষী অনেকেই। তাদের বক্তব্যের সাথে তথ্যগুলো যাচাই করে দেখলে এগুলোর সত্যাসত্য উঠে আসবে।

বইটি আসলে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, ফিচার, সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়গুলোর একটি সংকলন। এগুলো তারিখের ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। এসব সংবাদ বা মন্তব্য-প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ওই সময়ের মানুষের

লড়াই করে টিকে থাকার এবং একই সঙ্গে হেরে যাওয়ার আখ্যান। এ সবই সময়ের দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশা করি।

পাঁচ দশক আগের সাংবাদিকতার সঙ্গে নতুন প্রজন্মের অনেকেরই পরিচয় নেই। সেই সময়ের ভাষা ও বানানরীতি অনেকটাই বদলে গেছে। তাছাড়া দেখা গেছে, একই পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে বা একই দিনে ছাপা হওয়া বিভিন্ন সংবাদ বা সম্পাদকীয়তে ভাষা ও বানানের ভিন্নতা। কারণ এগুলো একাধিক হাতের লেখা এবং অনেক ক্ষেত্রেই সম্পাদনার দুর্বলতা বা ত্রুটি রয়েছে। এ বইয়ে হাল আমলের প্রমিত ভাষা/বানান ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে।

গণকণ্ঠের পুরনো সংখ্যাগুলো পেতে সাহায্য করেছেন পুলিন বকসী ও রাজ্জাক রুবেল। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন ঐতিহ্য-এর প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইম। আমি তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।

মহিউদ্দিন আহমদ
mohi2005@gmail.com

আকালের আখ্যান

মঙ্গা, আকাল, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ– এই শব্দগুলো আমাদের কাছে বেশ পরিচিত। এ রকম শব্দের মুখোমুখি হলেই আমরা ধরে নিই, মানুষ অভাবে আছে, কষ্টে আছে। অভাব আর কষ্টেরও আকার-প্রকার আছে। না খেতে পেয়ে বা অভাবে পড়ে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মরে যাওয়াকে আমরা অভাবের চরম সীমা হিসেবে ধরে নিই। এ রকম অবস্থা তৈরি হলে আমরা তাকে দুর্ভিক্ষ বলি।

দুর্ভিক্ষের চলতি সহজ মানে হলো ভিক্ষার অভাব। এটি এমন একটি পরিস্থিতি, যখন ভিক্ষাও পাওয়া যায় না। যারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, যাদের ভিক্ষা দেওয়ার সক্ষমতা আছে, তারাও যখন দুর্গতিতে পড়েন, তখন কে আর কাকে ভিক্ষা দেবে।

একটা সময় ছিল, যখন দেশে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ছিল না। ছিল না পণ্যের বাজার। গ্রাম-জনপদগুলো ছিল বিচ্ছিন্ন। গ্রামীণ জনগণ নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই যতটুকু পারে মেটাত। এটাই ছিল এদেশে তথাকথিত ‘স্বয়ংসম্পূর্ণ’ গ্রামজীবনের চালচিত্র।

এদেশের কৃষি প্রকৃতিনির্ভর। সময়মতো এবং পরিমাণমতো বৃষ্টি না হলে জমিতে ফসল হয় না। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা এসব কারণে মাঠের ফসল নষ্ট হতো। ফলে দেখা দিত অভাব। ওই সময়ের দুর্ভিক্ষ ছিল নিতান্তই আঞ্চলিক ধরনের। যোগাযোগের অভাবে এক এলাকার দুর্ভিক্ষের খবর অন্য এলাকার মানুষ জানতে পারত না। এক অর্থে বলা যায়, প্রাকৃতিক কারণেই দুর্ভিক্ষ হতো এবং এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলের লোকের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারত না। কারণ হলো, তাদের কাছে তথ্য থাকত না, বাজার ব্যবস্থা গড়ে না ওঠার কারণে উদ্বৃত্ত শস্য বিপণনের ব্যবস্থা ছিল না।

এ রকম অবস্থা বিরাজ করেছিল অনেক অনেক বছর। আঠারোশো পঞ্চাশের দশকে এদেশে রেলপথ তৈরি হলো। পণ্য পরিবহনের বিচ্ছিন্নতা অনেকটাই কেটে গেল। কিন্তু তাতেও সবসময় দুর্ভিক্ষ এড়ানো যেত না। দেখা গেছে, অনেক সময় পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুত থাকলেও যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে অভাবী মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় খাবার পৌঁছানো সম্ভব হতো না।

এইসঙ্গে যোগ দিল আরেক উপদ্রব। উৎপাদন, মজুত সবাই ঠিক আছে। কিন্তু অনেক মানুষ না খেয়ে মরছে। এর পাশাপাশি দেখা গেছে, মুষ্টিমেয় কিছু লোক ফুলে ফেঁপে উঠছে। তারা মুনাফার লোভে শস্য মজুত করছে, কৃত্রিম উপায়ে বাজারে দাম

বাড়িয়ে দিচ্ছে, তারপর বেশি দামে সেই শস্য বাজারে ছাড়ছে। যথেষ্ট কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা না থাকার কারণে অনেকেই বেঁচে থাকার জন্য অখাদ্য-কুখাদ্য যা পাচ্ছে, খাচ্ছে। ফলে দেখা দিচ্ছে মড়ক, মহামারি। অনাহার-অর্ধাহারেও যারা টিকে ছিল, মহামারিতে তারা মারা গেল। একসময় শোনা যেত, ওলা ওঠায় (কলেরায়) গ্রামের পর গ্রাম বিরান হয়ে যাচ্ছে। একটি লোকও হয়তো বেঁচে নেই। প্রায়ই দেখা গেছে, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে ধেয়ে আসে মহামারি।

২

ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর আমরা অনেক দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হই। প্রথম ভয়ংকর দুর্ভিক্ষটি হয়েছিল ১৭৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ)। বঙ্গাব্দ অনুসারে এটা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। ওই সময়টিকে কোনো কোনো ইতিহাসবিদ ব্রিটেনের দ্বারা 'প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ লুটপাটের যুগ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

রাজস্ব আদায়ের কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বর্ণনাকারীরা কৃষকদের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো খাজনা আদায় করত। এর সঙ্গে যুক্ত হয় খরা। দুই বছর বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষি মুখ থুবড়ে পড়ে। মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। খাবারের অভাবে মানুষ যা-তা খেতে শুরু করে। ফলে দেখা দেয় মহামারি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের হিসাবমতে, না খেতে পেরে এবং রোগে ভুগে এক কোটি লোক মারা যায়। এটা ছিল বাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। মুর্শিদাবাদ শহরে প্রতিদিন ৫০০ লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। তখন কোনো জনশুমারি ছিল না। তাই মৃতের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে দ্বিমত আছে। তবে সংখ্যাটি ৫০ লাখের কম নয়। অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। একসময় খরার অবসান হলো। বৃষ্টি হলো অনেক। কিন্তু মৃত্যুর মিছিল ছিল অব্যাহত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ সরকারের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁকে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আনন্দমঠ তাঁর একটি বিখ্যাত উপন্যাস। এই উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের এক ভয়াবহ ছবি ফুটে উঠেছে। ইতিহাসের সূত্র হিসেবে উপন্যাসের তেমন গুরুত্ব না-ও থাকতে পারে। কিন্তু সমাজ-সচেতন লেখকের কথাসাহিত্যে বাস্তবের ছোঁয়া থাকে। আনন্দমঠ উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

> কাল ৭৬ সাল ঈশ্বরকৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালায় ছয় আনার কম মনুষ্যকে, –কত কোটী তা কে জানে, –যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহার বা অল্পহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্য। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ি পড়িয়া রহিল অথবা জঙ্গলে

> পুরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ হইল। যেখানে হাস্যময়, শ্যামল শস্যরাজি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো-মহিষাদি বিচরণ করিত, সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রমোদভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মানুষের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংস-লোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলঙ্কারিত চরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেইখানে ভল্লুকেরা বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালনপালন করিতে লাগিল। যেখানে শিশুসকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালে মল্লিকা কুসুমতুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেইখানে আজি যূথে যূথে বন্য হস্তিসকল মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের কাণ্ড সকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্পসকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই, বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই, চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না– জমীদারের খাজনা দিতে পারে না, জমীদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমিদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমীদার সম্প্রদায় সর্ব্বহৃত হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহু প্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায়, কাড়িয়া খায়। চোর ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

৩

বাংলায় ১৯৪৩ সালে যে দুর্ভিক্ষের শুরু, তা পঞ্চাশের (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) মন্বন্তর নামে পরিচিতি পেয়েছে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সালব্যাপী দুর্ভিক্ষে এবং এর অনুষঙ্গ হিসেবে মহামারিতে ৩৫ থেকে ৩৮ লাখ লোক মারা যায়। ১৭৭০ সালের পর এদেশে যত দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তন্মধ্যে বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা কুদরতউল্লাহ শাহাব (পরে পাকিস্তান সরকারের সচিব) দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা করার সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি নিজ উদ্যোগে প্রচণ্ডরকম দুর্ভিক্ষকবলিত মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার এসডিও (মহকুমা কর্মকর্তা) হিসেবে বদলি হয়ে আসেন। সেখানে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা হৃদয়ছোঁয়া, মর্মন্তুদ। তাঁর ডায়েরি শাহাবনামায় উঠে এসেছে সেই বিবরণ :

> প্রথম প্রথম গরিব গ্রামবাসী শাকপাতা খেয়ে জীবনধারণের চেষ্টা করল। ক্রমান্বয়ে গাছের ছালবাকল, লতাপাতা খেতে শুরু করল। রোগশোকে, ক্ষুধায় পুরুষদের কোমর বাঁকা হয়ে গেল, নারীদের স্তন শুকিয়ে গেল এবং এবং বাচ্চাদের শরীরের মাংস পাঁজরে লেপ্টে গেল এবং পেট বেলুনের মতো ফুলে উঠল। উপায়ান্তর না দেখে কঙ্কালসার মানুষেরা নিজেদের ঝুপড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ল। রাস্তায় নেমে তারা দেখল, হাজারো বুভুক্ষু কঙ্কাল তাদের আগে-পিছে এগিয়ে চলছে– এদের মধ্যে নারী-পুরুষ, ছোট ছেলে ও মেয়ে সবই আছে। কেউ তড়পাচ্ছে, কেউ চলতে

চলতে ঢলে পড়ছে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে। যারা এগোতে পারছে, তারা কোনো রকমে এগিয়ে চলছে। খাদ্য মরীচিকা তাদের একটি স্বপ্নপুরীর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সকলের বিশ্বাস কলকাতা সকল দুঃখ-দুর্দশানাশিনী। সেখানে আকাশচুম্বী প্রাসাদ আছে, রং-বেরঙের দোকান আছে, স্বাস্থ্যবান শেঠ আছে, কুকুরের ক্ষুধা নিবারণের জন্য মাংস আছে, পোষা বিড়ালের জন্য দুধ আছে। তাছাড়া কিছু ধানচাল তো থাকতেই পারে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বুভুক্ষু মানুষের ঢল নেমেছে কলকাতায়। যতই এগিয়ে যাচ্ছে, বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ততই তীব্রতর হচ্ছে। মুহূর্তে কলকাতার অলিগলিতে ক্ষুধার্তের আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হলো– ও মা! চাল; ও বাবা! ভাত; হে বাবু... কিন্তু মা কোথায়? বাবা কে? দরজার সামনে রাখা চালের বস্তাগুলোই বা কোথায় গেল? দরজায় তো শুধু দারোয়ান চোখে পড়ছে, সড়কে কেবল ট্যাক্সি আর মোটরগাড়ি। ক্ষুধার্ত লোকগুলো আসার পথে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছে। কিন্তু কলকাতা পৌঁছে এখন জীবনের সঙ্গে লড়তে শুরু করল। দলে দলে নালায় নর্দমায় নেমে পড়ল এবং কলাই, মটরশুটি, কপি ইত্যাদি তরিতরকারির খোসা ও বর্জিত আবর্জনা খেতে লাগল। করপোরেশনের ময়লা-আবর্জনার গাড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। কার আগে কে খাবে, এনিয়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং দুর্বল হতে হতে একসময় রাস্তায় পড়ে যেত। লাল পাগড়িওয়ালা সিপাই এসে তাদের টেনে টেনে রাস্তার একপাশে ফেলে রাখত, যাতে গাড়ি চলাচলে বিঘ্ন না ঘটে।

সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া ব্রিজের দুই পাশে ক্ষুধার্ত নারী, পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের মেলা বসে যেত। ছোট ছোট বাচ্চাদের গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে মায়েরা সারিবদ্ধভাবে সুদীর্ঘ পুলটির দুই পাশে এই এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকত, যদি কোনো ধনবান বা উদার ব্যক্তি তাদের বাচ্চাদের কেনে অথবা এমনি নিয়ে যায়। কখনো কখনো কোনো মা কলিজার টুকরা সন্তানকে শেষবারের মতো বুকের সঙ্গে লাগিয়ে তারপর চোখ বন্ধ করে হুগলি নদীতে নিক্ষেপ করত।

পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে ১৯৪৪ সালে একটি তদন্ত কমিশন হয়েছিল। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালের মে মাসে। কমিশন দুর্ভিক্ষের পেছনে সরকারের কোনো দায় দেখেনি, বরং প্রকৃতিগত কারণে দুর্ভিক্ষ হয়েছে বলে উল্লেখ করে।

১৯৪৩ সালের শুরুর দিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে দুর্ভিক্ষের খবর আসতে থাকে। তদন্ত কমিশনের মতে, গ্রামের প্রায় ৬০ লাখ বা তারও বেশি পরিবার আক্রান্ত হয়। তারা বেশিরভাগই নিজেদের বাড়িতে থেকে যায়। কিন্তু হাজার হাজার লোক শহরে ভিড় করে। ১৯৪৪ সাল জুড়ে মৃত্যুর হার ছিল বেশি। এর কারণ হলো কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়া। ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালেও অনাহার, অর্থনৈতিক দুর্দশা ও রোগভোগ অব্যাহত থাকে।

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন যুক্তি দেখিয়েছেন, ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে বড় রকমের খাদ্যঘাটতি ছিল না। তা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ হয়। কারণ, জনগণের একটা অংশকে বিনিময় অধিকার দানের (exchange entitlement) ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ছিল।

বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য কৃষি ও অকৃষি শ্রমিকের মজুরির হারের চেয়ে দ্রব্যমূল্য ছিল অনেক বেশি।

ব্রিটিশ সরকারের নীতি এই দুর্ভিক্ষের পেছনে দায়ী বলে মনে করা হয়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। সরকার সেনাবাহিনীর জন্য চাল-গম মজুত করছিল। জাপানি সৈন্যরা বার্মা দখল করে বাংলার সীমান্তে চলে এসেছিল। জাপানিদের হাতে যেন মজুত চাল না পড়ে, সেজন্য অনেক চাল ধ্বংস করা হয়েছিল। এছাড়া বাঙালিদের অনাহারে রেখে ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য গ্রিস ও অন্যান্য জায়গায় খাবার মজুতের আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনে বাংলায় যে খাদ্যঘাটতি শুরু হয়, তা চলতে থাকে বছরের পর বছর। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। একাত্তর জুড়ে ধ্বংসলীলার মধ্যেও দুর্ভিক্ষ হয়নি। দুর্ভিক্ষের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যেতে থাকে ১৯৭২ সাল থেকে। নতুন প্রশাসন, সনাতন প্রশাসনিক ও সরবরাহ ব্যবস্থা ধসে পড়া, রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে একদল ব্যবসায়ীর উদ্ভব, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, খাদ্যশস্যের চোরাচালান–এসব কারণে ভয়াবহ সংকট দেখা দেয়। ১৯৭৪ সালে এসে পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ নেয়। বন্যায় ঘরবাড়ি, ফসলের খেত, রাস্তাঘাট ডুবে যায়। ঘরে ঘরে অভাব। খাবার নেই। কাজ নেই। ফলে অনাহারে মানুষ মরতে থাকে। অনেকেই গ্রামে খাবারের সংস্থান করতে না পেরে শহরের দিকে ছোটে। তাদের অনেকের আশ্রয় হয় লঙ্গরখানায়। অনেকেই পথে পথে ঘোরে। এই অবস্থা জারি থাকে ১৯৭৫ সালের শুরুর মাসগুলো পর্যন্ত। এ সময়টুকু জুড়ে যে মন্বন্তর, তা 'চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ' নামেই পরিচিত।

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে সরকারি হিসাবে ২৭ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায় বলে জাতীয় সংসদে খাদ্যমন্ত্রী তথ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। বেসরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম ঢাকার রাস্তা থেকে প্রতিদিন দুর্ভিক্ষের শিকার বেওয়ারিশ লাশ সংগ্রহ করে দাফন করতে থাকে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরে বাংলাদেশে এটাই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক ও বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ।

সূচিপত্র

১ ৯ ৭ ২

'দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা নেই তবে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা আছে' ২৭
মন্ত্রিসভা সাব-কমিটি মূল্য পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে ২৯
কিছু এলাকা বাদে দেশে কোথাও খাদ্যসমস্যা নেই ৩০
মানুষ আজ না খেয়ে মরছে–কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ ৩১
খাদ্যকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখুন ৩৪
ভুখা মিছিল আসছে দেখে তাঁরা পিঠটান দিলেন ৩৫
দুর্ভিক্ষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সর্বদলীয় সরকার চাই ৩৬
অন্ন-বস্ত্র দাও নইলে গদি ছাড় ৩৮
অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর কাছে ভাসানীর স্মারকলিপি ৪১

১ ৯ ৭ ৩

আসন্ন দুর্ভিক্ষ থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাও ৪৫
স্বাধীন বাংলা শ্মশান কেন?– জবাব চাই ৪৭
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই জাতির অস্তিত্ব রক্ষা হতে পারে : প্রধানমন্ত্রী ৫১
ফসলের মৌসুমেও গ্রামবাংলায় অন্ন-বস্ত্রের হাহাকার ৫২
সীমান্ত এলাকার সকল ফসল পাচার হয়ে যাচ্ছে ৫৫
রেশন দোকানে চাল নেই : খোলাবাজারে ১১০ টাকা ৫৬
বিদেশে চাল কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না, দশ লক্ষ টন গম আসছে : প্রধানমন্ত্রী ৫৭
মাত্র ৩ ঘণ্টার ব্যবধানে চালের মণ ১১০ টাকা! ৬৩
চাটগাঁয়ে চালের মণ ১২০ টাকায় উঠেছে ৬৫
ঢাকায় চালের বাজার অপরিবর্তিত ৬৬
সরকারের দেউলিয়া নীতিই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ ৬৯
সংকট নিরসনের ব্যবস্থা হোক ৭১
আখাউড়ায় চরম খাদ্যাভাব : প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে ৭৩
মানিকগঞ্জে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ৭৬
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য মজুত নিয়ন্ত্রণ আদেশ ৭৭
প্রচুর খাদ্যশস্য চাটগাঁয় এসেছে ৭৮
এই মেকি স্বাধীনতা জনগণ চায়নি ৭৯
রেশন দোকানে মারামারি ৮১
রংপুরে চালের মণ ১১৫ টাকা ৮২
রেশনে চাল সরবরাহে ভোগান্তি ৮৩

গরুর অভাবে হালচাষ বন্ধ! ৮৪
হায় রিলিফ! হায় মানবতা ৮৬
খোদায় আমারেও নিল না ক্যা ৮৮
রাজধানীতে ১২ লাখ ভুয়া রেশন কার্ড ৮৯
ভুয়া কার্ডের মালিক কারা? ৯০
এত আটা যায় কোথায়? ৯১
পাবনায় জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে সর্বত্র খাদ্যাভাব : হাহাকার ৯৩
এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অনাহারে ৫ জনের মৃত্যু দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ৯৪
দেশে গমের ঘাটতি নেই ৯৭
লাখ লাখ মণ ধান চালান ৯৮
মওলানা ভাসানীর বিবৃতি: অনাহারে ৫ জনের মৃত্যু ১০০
হবিগঞ্জে হাহাকার : অনাহারে এ পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু ১০১
এ খেলা শেষ হবে কবে? ১০৩
ক্ষুধার্ত বাংলাদেশ ১০৯
খাদ্য কেলেঙ্কারির নেপথ্যে কারা ১১২
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীরা সরকারকে দায়ী করেছেন ১১৫
চাল কেলেঙ্কারির নায়কদের বিচার হবেই ১১৭
রামগতিতে নিরন্ন মানুষের আহাজারি ১১৯
পটুয়াখালীতে মেয়েরা ইজ্জত ঢাকতে পারছে না : কাপড় শব্দটা অচিন্তনীয় ১২০
জঠর জ্বালায় পরিবারের সবাই বিষপানে আত্মহত্যা করেছে ১২১
গাছের পাতা কচু-ঘেঁচুই এখন খাদ্য! ১২২
বিভিন্ন স্থানে আর্তমানবতার হাহাকার : শুধু একটি ধ্বনি ‘ভাত দাও’ ১২৩
রিলিফ চেয়ারম্যানের হাজতবাস! ১২৫
মাস্টার রোলের মারপ্যাঁচ কষে কর্তারা দেদার টাকা মারছে ১২৬
বহু হাঁকডাকের ‘ন্যায্যমূল্য’ শুধু সরকারি দপ্তরখানারই শোভা বাড়াচ্ছে ১২৭
২২-২৩-২৪শে মে দুর্ভিক্ষ ও জুলুম প্রতিরোধ দিবস ১২৮
দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে ১২৯
বগুড়ায় শতকরা ৯৫ জন কৃষক অনাহার অর্ধাহারে রয়েছে ১৩১
আটার মণ ৯০ টাকা : রেশনে চাল নেই ১৩৩
খাদ্য ও বস্ত্রাভাবে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না ১৩৫
চাল বোঝাই জাহাজডুবির রহস্য কী? ১৩৭
গ্রামবাংলায় খাদ্য পরিস্থিতির ভয়াবহ রূপ ১৩৯
কুলাউড়ায় অনাহারে ১২ জনের মৃত্যু ১৪০
শায়েস্তাগঞ্জে অনাহারে ৬ জনের মৃত্যু ১৪১
ভুখানাঙ্গা মানুষের পদভারে প্রকম্পিত ঢাকা ১৪২

ক্ষুধাকাতর পাবনার ইদানীং পাঁচালি : অনাহার মৃত্যু আত্মহত্যা ও ইজ্জত বিক্রির করুণ কাহিনি ১৪৩
ওরা না খেয়ে মরছে– দাফনের কাপড় জুটছে না ১৪৫
এ বছর ২৭.২৮ লাখ টন খাদ্যঘাটতি রয়েছে ১৪৭
আমদানিকৃত খাদ্যশস্য যায় কোথায়? ১৪৮
খুলনায় ভয়াবহ খাদ্যাভাব ১৪৯
রেশনে চাল দাও ১৫১
গতকাল ঢাকায় চালের সর্বোচ্চ দর ছিল সাড়ে ৪ টাকা সের! ১৫২
'চাটার গোষ্ঠীর যন্ত্রণায় মানুষ শেষ হয়ে গেল' ১৫৩

১৯৭৪

মৃত্যুর মিছিল ১৫৫
দেশকে দুর্ভিক্ষের মুখে নিক্ষেপের চক্রান্ত ১৫৭
শহরমুখো ছিন্নমূল মানুষের ভিড় ১৫৯
খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জবাব দিবেন কি? ১৬২
'দেশ চালাই আমরা– তবে রিলিফ চুরি করে কারা? আর দুর্নীতিই বা করে কারা?' ১৬৬
কুড়িগ্রামের গ্রামাঞ্চলে তীব্র খাদ্যসংকট : গ্রামের দরিদ্র মানুষ শহরে ভিড় জমাচ্ছে ১৬৭
রেশন সংকটের অন্তরালে– ১৬৯
খাদ্যসংকট দেশকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ১৭০
অনাহার আর উদরাময় ওদের নিত্যসঙ্গী ১৭২
মাগুরার গ্রামে ৪ জনের অনাহারে মৃত্যু? ১৭৫
টিসিবি'র ভ্রান্তনীতি শিশুখাদ্য সরবরাহে মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি করেছে ১৭৬
খাদ্যশস্য পাচারকারী ও মজুতদারদের ঘেরাও করার আহ্বান ১৭৯
চরম খাদ্যসংকট দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করেছে : এখনই ব্যবস্থা নিন ১৮০
গোলা থেকে ধান চাল লুট ১৮১
২৯শে এপ্রিল থেকে ভাসানীর আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত ১৮২
ভাতের অভাব : আরো একটি মৃত্যু ১৮৪
অনাহারে বিভিন্ন স্থানে ৫৬ জনের মৃত্যু ১৮৫
দেশব্যাপী পূর্ণ রেশনিং চালু করুন ১৮৯
অনাহারে আরো ২ জনের মৃত্যু? ১৯০
রংপুরে ভুখা মিছিল ১৯১
কুড়িগ্রামের সকল চালের দোকান লুট ১৯২
৪১ লাখ শহুরে লোকের জন্যে ৫শ' কোটি টাকা ভর্তুকি ১৯৩

গতকালও অধিকাংশ রেশন দোকানে রেশন ছিল না ১৯৫
বাংলাদেশ-পশ্চিম জার্মানি গম চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৬
সরকারের বিরুদ্ধে ভুখা মিছিল, কালো পতাকা ও খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করব ১৯৭
হেলিকপ্টার উড়ে আসে, বুভুক্ষু জনতা ছুটে আসে, কিন্তু হায়, রিলিফ কৈ? ১৯৮
পানি তীব্র বেগে বেড়ে চলেছে ২০০
বন্যাদুর্গত এলাকা সফর শেষে বিদেশি কূটনীতিকদের মন্তব্য 'পরিস্থিতি ভয়ংকর' ২০১
কোটি মানুষ অন্ন-বস্ত্র-গৃহহারা হায় রিলিফ! হায় মানবতা! ২০২
রাজধানীর ক্যাম্পগুলোতে আজো ত্রাণসামগ্রী পৌঁছেনি ২০৪
আওয়ামী বাটপাররা রিলিফ-সামগ্রী আত্মসাৎ করছে ২০৬
প্রতিটি ত্রাণকেন্দ্রে বুভুক্ষু মানুষের ভিড়। রিলিফ নেই ২০৭
অনাহারে ২ বোনের মৃত্যু ২১০
'অইলে খাওঅন দেইন, নাইলে গুলি কইরা মারইন' ২১১
বন্যা/অনাহার/কলেরা মহামারি প্রায় ৫ হাজার লোকের মৃত্যু ২১৩
ওরা শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষায় ২১৬
ক্ষমতাসীন টাউটশ্রেণির হাতে রিলিফ- বণ্টনের নামে চলছে প্রহসন- রিলিফ চুরি ও বণ্টনে দুর্নীতি ২১৯
ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মানুষের দুর্গতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ২২১
দীর্ঘস্থায়ী বন্যা/অপ্রতুল রিলিফ : কোটি মানুষ মৃত্যুর দিন গুনছে ২২২
অনাহারে রিজিয়া খাতুনের দুটি সন্তানের মৃত্যু ২২৪
ত্রাণশিবিরে ভিড় বাড়ছে : রিলিফ যৎসামান্য ২২৫
অভাবের তাড়নায় সন্তান বিসর্জন : মানুষ ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে ২২৬
সরকার প্রদত্ত রিলিফ প্রয়োজন অনুপাতে নগণ্য ২২৭
বন্যার পানিতে টান ধরেছে : রোগে ও অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে ২৩০
আমার হাতে জাদুমন্ত্র নেই, সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসুন ২৩৩
অনাহারে ও কলেরায় দুটি জেলায় আরো ৩২৭ জনের মৃত্যু ২৩৬
প্রতিদিন ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল আসছে শহরে ২৩৮
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রসঙ্গে ২৪০
ছিন্নমূল মানুষেরা কোথায় যাবে? ২৪২
আশ্রয় শিবিরে মানবেতর জীবন ২৪৬
দুর্গত এলাকায় রিলিফ বণ্টনে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও কারচুপি চলছে ২৪৮
অনাহারে মৃত্যু : আত্মহত্যা : সন্তান ত্যাগ ২৫১
খাদ্যসংকট তীব্রতর হচ্ছে ২৫৩
১৭ জনের বিশাল পরিবার নিয়ে নঈমুদ্দিন রাজপথে ঘুরছেন ২৫৬
হায় রিলিফ! ২৫৮
শহরমুখো এই সমস্ত উস্কোখুস্কো মানুষ ২৬০

দু'মাসে কেবল অনাহারে ৫০০ লোকের মৃত্যু ২৬৪
অনাহারের জ্বালায় সন্তান বিক্রি ও সন্তান হত্যার হিড়িক ২৬৮
১১শ' মণ গম লুট ২৬৯
নগরীর কথকতা ২৭০
বিবৃতি নয়, খাদ্য চাই! ২৭৩
লাখ লাখ একর জমি অনাবাদি থাকবে ২৭৬
খুলনায় ধান ও গম লুট ২৭৯
অন্ধ পিতা, তিন ছেলেকে নিয়ে নেসা বিবি কোনো আশ্রয় শিবিরে স্থান পাননি ২৮০
ক্ষুধা, ক্ষুধা! ২৮১
দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ২৮৩
আশ্রিতরা ত্রাণশিবির ছাড়তে রাজি নয় ২৮৫
রিলিফ ও আশ্রয়ের আশায় শহরে শহরে ভাসমান বন্যাদুর্গতদের ভিড় বাড়ছে ২৮৭
মৃত্যু নিয়ে যারা বাণিজ্য করছে ২৮৯
অনাহারে এ পর্যন্ত হাতিয়ায় ৩৮ জনের মৃত্যু ২৯১
ত্রাণসামগ্রী নিয়ে হরিলুট ২৯২
বন্যায় সর্বস্বান্ত মানুষের চোখে এখন রাজধানী ঢাকা একমাত্র বেঁচে থাকার আশ্রয়স্থল ২৯৪
১৫ হাজার রেশন কার্ড বাতিল ২৯৫
অনাহার ও মহামারিতে ৫ শতাধিক লোকের মৃত্যু : ৩ হাজার বাড়ি বিধ্বস্ত ২৯৬
হাতিয়া, সিরাজগঞ্জ ও গোপালগঞ্জে ২৮ ব্যক্তির প্রাণহানি ২৯৭
বিশ্বখাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বার্থান্বেষীদের অপপ্রচার ২৯৮
বুভুক্ষা : ক্ষমতার রাজনীতি ২৯৯
পটুয়াখালীর রেশন ডিলারগণ রেশনের মাল নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে ৩০২
অনাহারে বরিশালে ৬৭ জনের মৃত্যু ৩০৩
বিশ্বে শস্য উৎপাদন শতকরা ৪ ভাগ বেড়েছে ৩০৪
ত্রাণসামগ্রী বণ্টনে যেকোনো দুর্নীতি কঠোর হাতে দমন করা হবে ৩০৫
এ পর্যন্ত ১শ' কোটি টাকার বিদেশি ত্রাণসামগ্রী এসেছে ৩০৬
বাংলাদেশ রেডক্রস ও রিলিফ ব্যবস্থা সম্পর্কে 'ওয়াশিংটন পোস্টে' চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট ৩০৭
বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ লোকটি কে? ৩০৮
ময়মনসিংহে অনাহার ও মহামারিতে ৩শ' ব্যক্তির মৃত্যু ৩১৩
প্রচুর বিদেশি রিলিফ আসছে অথচ দুর্গতরা ধুঁকে ধুঁকে মরছে ৩১৫
একজন পুরনো রাজা : একজন নতুন রাজা ৩১৭
দাস ব্যবসার যুগ অতীত হয়েছে কিন্তু দুর্ভিক্ষকবলিত উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মানুষ বিক্রি হচ্ছে ৩২১
অক্টোবরের আগে রেশনে আর চাল দিতে পারবো না ৩২৩

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে গ্রামবাংলা ৩২৫
গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ৩২৭
ঢাকার বাজারে চালের দাম হঠাৎ ৩শ’ টাকায় উঠেছে ৩৩০
ঈশ্বরদীর গ্রামাঞ্চলে হাহাকার ৩৩১
রাজধানীতে ভুখা মিছিল ৩৩২
ঢাকায় চাল সংকট আরো তীব্রতর হয়েছে ৩৩৪
চালের দাম কমিয়ে আনা হবে ৩৩৫
বরিশালে ও ফরিদপুরে অনাহারে শতাধিক লোকের মৃত্যু ৩৩৬
নিরুদ্দিষ্ট তণ্ডুল : এ কোন নাটক? ৩৩৭
শহরমুখী ক্ষুধার্ত জনস্রোত, পথেঘাটে মৃত্যুর বিভীষিকা, এর শেষ কোথায়? ৩৩৯
সর্বদলীয় দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলুন ৩৪১
দুর্ভিক্ষকবলিত উত্তরবঙ্গে দৈনিক ১০ জনের মৃত্যু : রিলিফচোরদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত ৩৪৩
চালের দাম কমে যাবে : খাদ্যমন্ত্রীর আশ্বাস ৩৪৫
আন্তঃজেলা খাদ্য চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩৪৭
প্রতি ইউনিয়নে লঙ্গরখানা খোলা হবে ৩৪৮
দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে ৩৫০
রাজশাহীতে দুর্ভিক্ষের কবলে হাজার হাজার লোক মৃত্যুর মুখে ৩৫২
দুর্ভিক্ষ-মৃত্যুর মিছিল ৩৫৩
বরিশালে ভুখা মিছিল : ঘেরাও ৩৫৫
আদমজীতে ভুখা মিছিল ৩৫৬
রাজধানীতে ভুখা মিছিল ৩৫৭
আইনজীবীদের ভুখা মিছিল ৩৫৮
এবার পাঁজরের হাড়ে আগুন জ্বলুক ৩৫৯
মার্কিন সাহায্য লাভের আশায় ক্ষমতাসীনরা চালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছে ৩৬২
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল ৩৬৪
দর সম্পর্কে সরকার ও ব্যবসায়ীদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ৩৬৭
বিশ্বের বুভুক্ষু মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসুন ৩৭০
বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষাবস্থা নিয়ে মুজিম-হেইম আলোচনা ৩৭১
দেশ আজ ভয়াল মন্বন্তরের করাল গ্রাসে নিপতিত : মানুষকে বাঁচাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান ৩৭২
সংসদ সদস্যের আত্মগোপন! ৩৭৩
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল ৩৭৪

ক্ষমতাসীনদের আশ্রয়ে সংঘবদ্ধ চোরাচালানিরা, ভুয়া লাইসেন্স পারমিটধারী ডিলার ও এজেন্সি মালিকরা লক্ষ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে কারা? ৩৭৬
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব অব্যাহত থাকবে : শেখ মুজিব ৩৭৯
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল ৩৮১
রাজধানীতে জঙ্গি ভুখা মিছিলের দাবি ৩৮৩
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল ৩৮৪
ঢাকার বাজার ৩৮৬
দুর্ভিক্ষে প্রত্যহ শত শত লোকের মৃত্যু ৩৮৮
শালুকের সের পাঁচ টাকা ৩৯০
খাদ্যের দাবিতে মিছিল করায় ঢাকায় অর্ধ শতাধিক বাস্তুহারা গ্রেফতার ৩৯১
নগরীর কথকথা ৩৯২
দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি কলেরা মহামারি ৩৯৪
বাস্তুহারা বস্তিতে পুলিশি হামলা অব্যাহত : শতাধিক গ্রেফতার ৩৯৬
দুর্ভিক্ষপীড়িত ভুখা জনতার বাঁচার দাবি ফ্যাসিবাদী পন্থায় দমন করা হচ্ছে ৩৯৭
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল ৩৯৯
লঙ্গরখানা প্রহসনে পরিণত! ৪০০
মফস্বলের লঙ্গরখানাগুলোর অবস্থা শোচনীয় ৪০১
অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ৫ হাজারের বেশি হবে না ৪০২
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল ৪০৪
স্লোগান বিবৃতি দিয়ে জনগণের সমস্যার সমাধান হয় না : দুর্যোগের দিনে আমি বিবৃতির রাজনীতি করিনি ৪০৬
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল ৪১১
বুভুক্ষু কৃষক-শ্রমিক জনতাকে রক্ষার বলিষ্ঠ কর্মসূচি ঘোষিত হবে ৪১২
ক্ষুধার একচ্ছত্র রাজ্যে জীবন্ত কঙ্কাল! ৪১৩
ঢাকার বাজার ৪১৪
অতঃপর লঙ্গরখানা লুট! ৪১৬
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল ৪১৭
বুভুক্ষু মানুষ গুমরে কাঁদছে : খাবার নামকা ওয়াস্তে : রোগে ওষুধ নেই ৪১৯
নগরীর কথকতা ৪২১
লঙ্গরখানা, না মৃত্যুফাঁদ! ৪২৪
দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সমাজতান্ত্রিক কৃষি বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা : দুর্বার গণআন্দোলনের ডাক ৪২৫
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল অনাহারে ঢাকায় ৩৫ জনের মৃত্যু ৪২৮
‘বাংলাদেশ শূন্যপাত্র নয়’ ৪২৯
ক্ষমতাসীনরা অবশেষে লঙ্গরখানার দ্রব্যও চুরি করছে ৪৩০

রাজশাহীর ১৮টি লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে গেছে ৪৩২
হায় লঙ্গরখানা ৪৩৩
লোহাগড়ায় ৫০ মণ আটা লুট ৪৩৪
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল ৪৩৫
প্রতি ওয়ার্ড ও ইউনিয়নে লঙ্গরখানা খোলার দাবি ৪৩৭
লঙ্গরখানার প্রহসন থেকে বুভুক্ষু জনতা মুক্তির দিন গুনছে ৪৩৮
আওয়ামী লীগের কীর্তিস্তম্ভ এই মন্বন্তর ৪৩৯
ওরা লঙ্গরখানার খাদ্যও আত্মসাতে মত্ত ৪৪৩
এবারের ঈদ! ৪৪৬
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল ৪৪৮
দুর্ভিক্ষ মহামারিতে দৈনিক ২ হাজার লোকের মৃত্যু ৪৫০
লঙ্গরখানায় বুভুক্ষুদের ভিড় বাড়ছে ৪৫৩
বরাদ্দ–নামমাত্র আটা, তাও পচা ৪৫৩
চাটগাঁয় চাল ৩৮০ টাকা ৪৫৬
প্রধানমন্ত্রীর উক্তি অবাস্তব : বর্তমান শাসকগোষ্ঠীই এ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে ৪৫৭
দুর্ভিক্ষ/মৃত্যুর মিছিল ঢাকায় ২০টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন ৪৬০
ঢাকার বাজার ৪৬২
শুক্রবার ঢাকায় ১৫টি বেওয়ারিশ লাশ সমাহিত ৪৬৪
বাজার দরের রকেটগতি চাল-৯, আটা-৭, লবণ-৮, শুকনা মরিচ-৮০,
কাঁচা মরিচ-৩০ টাকা ৪৬৫
ক্ষমতাসীনরাই বর্তমান নৈরাজ্য ও দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করেছে ৪৬৭
গত ২দিনে ঢাকায় ৪৭ জনের মৃত্যু ৪৬৮
৩ বছরে ৫০ লক্ষ টন চাল পাচার করা হয়েছে ৪৬৯
হাজার হাজার মানুষ মরছে : লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু, মৃত্যুর ক্ষণ গুনছে ৪৭৩
সীমান্ত অঞ্চলে ক্ষেতের পাকা ধান পাচার হয়ে যাচ্ছে ৪৭৫
দেশে ব্যাপক খাদ্যঘাটতি রয়েছে ৪৭৬
বাজার লুট ৪৭৭
মাগুরার এসডিও ঘেরাও ৪৭৮
গতকাল দশটা পর্যন্ত রাজধানীতে ২৬৪ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে ৪৭৯
দু'দিনে ঢাকায় অনাহারে ৬০ ব্যক্তি মারা গেছে ৪৮০
ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও গণনির্যাতনে বাংলাদেশ আজ ধ্বংসের
দিকে প্রবহমান ৪৮১
পাচারের ইতিকথা ৪৮৩
দেশব্যাপী মৃত্যুর বিভীষিকা ৪৮৫
রাজধানীতে ২০টি লাশ দাফন ৪৮৮
দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে আগামীকাল নাগরিকদের গণজমায়েত ৪৮৯

গমবাহী নৌকা ওয়াগন লুট ৪৯১
প্রতিদিন চাল বোঝাই অসংখ্য ট্রাক রংপুর থেকে ছিটমহলের মধ্য দিয়ে অবাধে সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে ৪৯২
সুনামগঞ্জ শহরে আজ পর্যন্ত লঙ্গরখানা খোলা হয়নি ৪৯৪
অনাহারে ১২৭ জনের মৃত্যু ৪৯৫
মন্বন্তরের জন্যে সরকারই দায়ী : ক্ষমতাসীনদের পদত্যাগে বাধ্য করে জাতীয় সরকার গঠন করুন ৪৯৬
গতকাল রাজধানীতে ১৬টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন ৫০১
লাশ দাফন না করে পুঁতে ফেলা হচ্ছে ৫০৩
দৈনিক ১৫ হাজার লোক অনাহারে মরছে, ৮ই নভেম্বর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষিত হবে ৫০৫
পক্ষকালের মধ্যে কলেরায় ৪টি জেলায় ১২৯০ জনের মৃত্যু ৫১০
শনিবার রাজধানীতে আরো ২২টি বেওয়ারিশ লাশ সমাহিত ৫১২
কুমিল্লার খাদ্যনিয়ন্ত্রক ঘেরাও ৫১৪
নওগাঁর গ্রামাঞ্চলে লবণের সের ২০ টাকা ৫১৫
লাশের বাংলাদেশ ৫১৬
সর্বদলীয় সরকার ব্যতীত মন্বন্তর মোকাবিলা অসম্ভব ৫১৮
ভিক্ষার আশায় বিদেশ সফরে যাইনি, আরবরা কল্যাণকামী তাই সাহায্য দেবে ৫২০
গতকাল রাজধানীতে ২০টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন ৫২১
ঈশ্বরগঞ্জে মরিচের সের ১৪৮ টাকা ৫২২
বুভুক্ষু মানুষকে বাঁচাবার উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি নেই ৫২৩
১১টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন ৫২৫
অনাহারে ও রোগে ২৭ হাজার লোকের মৃত্যু ৫২৬
লবণ-সংকট কাদের সৃষ্টি? ৫২৭
অক্টোবর পর্যন্ত ৪টি জেলায় অনাহারে ৬০ হাজার লোক মারা গেছে ৫২৯
খাদ্য চাহিদা মেটাতে 'ফাও' চেষ্টা করবে ৫৩২
সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না ৫৩৩
খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও বিদেশি সাহায্য সংগ্রহে 'ফাও' যথাসাধ্য চেষ্টা করবে ৫৩৬
এক মণ ধানে ১ সের লবণ ৫৩৮
খাদ্য পরিস্থিতি 'মারাত্মক' ৫৩৯
দুর্ভিক্ষ : পাঁচ লাখ মরেছে দশ লাখ মরবে ৫৪১
'ফাও'-এর নিজস্ব সাহায্য দেবার সংগতি নেই ৫৪৪
২০শে ডিসেম্বর কৃষক-গণবিক্ষোভ দিবস ৫৪৫
সরকারই দেশকে ভয়াবহতম দুর্ভিক্ষের কবলে নিক্ষেপ করেছে ৫৪৭

মন্বন্তরের দেশে আজ ১৬ই ডিসেম্বর ৫৫০
অনাহার কবলিত মানুষকে বাঁচাতে পারিনি ৫৫৩
যুক্তরাষ্ট্র সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দেশে খাদ্য পাঠাচ্ছে ৫৫৫

১ ৯ ৭ ৫

ঢাকায় চালের মণ ৪শ’ টাকা ৫৫৯
৩ বছর পরও দুঃখী মানুষের বাঁচার অধিকার দিতে পারিনি ৫৬০
১ লাখ ৮৪ হাজার রেশন কার্ড বাতিল ৫৬১
জুলাই থেকে পরশু পর্যন্ত ২৬৭১টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন ৫৬২
গতকাল ২০টি বেওয়ারিশ লাশ দাফন ৫৬৩
অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে ৫৬৪
হলে হলে রুটি : মিল চার্জ বাড়ল ৫৬৬

১৯৭২

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

১৯ আগস্ট ১৯৭২ সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, দেশ শিগগিরই বিপদের মুখে পড়তে যাচ্ছে। ১৮ আগস্ট ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার বলেন, দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা নেই, তবে জনগণ যে দুঃখ-কষ্টে আছে তাতে সন্দেহ নেই।

একই দিন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের আশ্বাসের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশে কেউ খাদ্যের জন্য কষ্ট পাবে না। পরদিন ঢাকায় এক জনসভায় ডাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি ও যুবনেতা আ.স.ম. আব্দুর রব অভিযোগ করে বলেন, মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে, কাপড়ের অভাবে তারা উলঙ্গ। ২৫ আগস্ট ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী উদ্বেগ জানিয়ে দুর্ভিক্ষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সর্বদলীয় সরকার গঠনের দাবি জানান। ৩ সেপ্টেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সভায় তিনি বলেন, মানুষকে খাবার ও কাপড় দিতে হবে, তা না হলে সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। সভা শেষে তিনি একটি ভুখা মিছিল নিয়ে গণভবনে গিয়ে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলামের হাতে একটি স্মারকলিপি দেন। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটাই ছিল প্রথম ভুখা মিছিল।

এ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য এসেছে : খাদ্যমন্ত্রী

'দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা নেই তবে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা আছে'

"দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা নেই, তবে জনগণ যে দুঃখ-কষ্টে দিনাতিপাত করছে, তাতে সন্দেহ নেই।"

গতকাল (শুক্রবার) বিকেলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী শ্রী ফণীভূষণ মজুমদার একথা বলেন।

তিনি বলেন, সরকার মজুত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের যে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আমরা তা পাব বলে আশা রাখি।

খাদ্যমন্ত্রী জানান, গত মাসের শেষ দিক থেকে খাদ্যসামগ্রীর মজুত বেড়েছে। যদিও তিনি স্বীকার করেন যে, জনগণ এ সত্ত্বেও দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। তিনি বলেন, বন্ধুরাষ্ট্রগুলো এ পর্যন্ত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার পরিমাণ হলো ২৫ লাখ টন। এর মধ্যে ১৫ লাখ টন খাদ্যশস্য বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে, বাকিটাও আসার পথে। তিনি বলেন, প্রতি মাসেই বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য এসে পৌঁছুচ্ছে। গতমাসে ৩.৫ টন খাদ্যশস্য এসে গেছে এবং এ মাসে ৪.৫ টন খাদ্যশস্য এসে পৌঁছানোর কথা।

খাদ্যমন্ত্রী পুনর্বার বলেন, সরকার খাদ্যসমস্যাকে যুদ্ধকালীন জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলা করছে। তিনি জানান, সরকার এ বছরের জানুয়ারি মাস থেকে স্থায়ী ও সংশোধিত রেশনের মাধ্যমে ক্রমাগত বেশি হারে খাদ্যশস্য বণ্টন করছে। ফলে খাদ্য সরবরাহ ২০০ ভাগ বেড়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান এ বছরের জানুয়ারি মাসে খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮২,৬৬০ টন, জুলাইতে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৪৯,০০০ টন। বর্তমান মাসে এই পরিমাণ ৩,৪৫,০০০ টনে উন্নীত হয়েছে।